অস্ট্রেলিয়ান এ লিগের ম্যাচে অ্যাডিলেড ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে হারাল ব্রিসবেন রোর।

মাঠে - ময়দানে

অস্ট্রেলিয়ান এ লিগের ম্যাচে পার্থ গ্লোরিকে ৬-০ গোলে হারাল সিডনি এফসি।

ছন্দহীন ব্লাস্টার্সের সামনে বেঙ্গালুরু

কোচি, ৩০ ডিসেম্বর: ইন্ডিয়ান সুপার লিগে আরও একটি বড় ম্যাচ শুধু সমর্থকদের জন্যই নয়, দলগুলির জন্যও সত্যিকারের বড় ম্যাচ। রবিবার কেরালা ব্লাস্টার্সের সামনে বেঙ্গালুরু এফসি। দক্ষিণের তৃতীয় ডার্বি, বেঙ্গালুরু-চেন্নাইয়িন এবং চেন্নাইয়িন-কেরালা ম্যাচের পর।

চতুর্থ আইএসএল-এ যখন যা অবস্থা, প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ, তাই দু'টি দলই চাইবে তিন পয়েন্ট তুলে নিতে। তবে, পয়েন্টের পাশাপাশি খানিকটা হলেও আঞ্চলিক গৌরবের প্রশ্নও জড়িত এই ম্যাচে। ম্যাচের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে কেরালা ব্লাস্টার্সের কোচ রেনে মেউলেনস্টীন বলেছেন, 'ম্যাচটাকে একটু হলেও আলাদা চোখে দেখতেই হচ্ছে। ডার্বি ব্যাপারটা জড়িত যেহেতু। শুনেছি, সমর্থকরাও আলাদা করেই কথা বলছে এই ম্যাচটা নিয়ে, যা খুবই ভাল ব্যাপার আমরাও মুখিয়ে রয়েছি খেলতে। জিতলে এফসি বেঙ্গালুরু ১৫ পয়েন্ট নিয়ে উঠে আসবে দ্বিতীয় স্থানে আর মেউলেনস্টিনের দল চাইবে মরশুমে তাদের দ্বিতীয় জয় তুলে নিতে, ঘরের মাঠে। গতবারের রানার্স কেরালা ব্লাস্টার্স এই মরশুমে এখনও নিজেদের সেরা ছন্দে খেলতে পারেনি। হিরো আইএসএল-এ ৬ ম্যাচ খেলে জিতেছে মাত্র একটিতে, ড্র করেছে চারটি ম্যাচ। ফলে, মাত্র সাত পয়েন্ট আছে ঝুলিতে, আর লিগ তালিকায় দশ দলের মধ্যে আছে অষ্টম স্থানে। বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের চোটও ভুগিয়েছে তাদের। যেমন, রবিবারের ম্যাচেও প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে তারকা স্ট্রাইকার দিমিতার বের্বাতভকে নিয়ে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন ফুটবলার বের্বাতভের সুস্থতা নিয়ে মেউলেনস্টিন জানিয়েছেন, অনুশীলন করেছে, দেখে তো ভালই মনে হল। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এখনও দেখা যাক।

আইএসএল-এ অভিষেক মরশুমে দুর্দান্ত শুরুর পর বেঙ্গালুরু এফসি-র ফর্মেও ভাটার টান। পরপর দু'টি ম্যাচ হেরেছে আলবের্ত রোকার দল। কালুরের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে রবিবার তাদের খেলতে হবে 'ইয়েলো আর্মি'-র সামনে, ম্যাচ চলাকালীন যাদের সরব সমর্থন বিপক্ষের কাছে বরাবরই ভয়ের কারণ। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে রোকার পরিবর্তে হাজির ছিলেন সহকারি কোচ নৌশাদ মুসা। স্বীকার করেছেন যে, দলের সাম্প্রতিক দু'টি হারের কারণ প্রতিযোগিতা এখন আরও বেশি কঠিন। 'যদি আপনারা ভাল করে খেয়াল করেন, দেখবেন, আমরা শুরুটা করেছিলাম অনেক আগেই। ঠিকঠাক বলতে গেলে, জুলাইতে এএফসি কাপের খেলা ছিল, আরও কয়েকটি প্রতিযোগিতাও। ফলে, উপকারই হয়েছিল শুরুর দিকে। কিন্তু অন্যান্য দলগুলোও এখন ক্রমাগত খেলতে খেলতে উন্নতি করছে দলগত খেলায়, যা আমাদের কাজটাকে কঠিনতর করে তুলছে। তাছাড়াও, পরপর ম্যাচ খেলতে হচ্ছে বাইরের মাঠে। প্রতিযোগিতাই এখন আরও কঠিন, বলেছেন তিনি।

মুসার আরও মনে হচ্ছে, কেরালার বিরুদ্ধে ম্যাচটা তাঁর দলের পক্ষে বেশ কঠিন হবে। এমনিতেই ওরা ভাল খেলছে। তার ওপর থাকবে দর্শকদের সমর্থন যা বড় ভূমিকা নিতে পারে রবিবারের ম্যাচে।

ডিফেন্সের ভুলে ফের পয়েন্ট নষ্ট ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্ডার এড্রুর কাছেই আটকে গেল নেরোকা। ম্যাচের সেরাও হলেন তিনি।

নেরোকা এফসি : ১ (নেদো ৮৯)
ইস্টবেঙ্গল : ১ (কাটসুমি ১২)

ইম্ফল, ৩০ ডিসেম্বর: ফের পুরনো রোগের শিকার হল ইস্টবেঙ্গল। সেট পিস ও কাউন্টার অ্যাটাককে আটকাতে ব্যর্থ হওয়া ডিফেন্স আর গোলকানা স্ট্রাইকিং জোনের বদান্যতায় ফের একবার জেতা ম্যাচ ড্র করতে বাধ্য হল খালিদ জামিলের ছেলেরা।

নেরোকার বিরুদ্ধে ইম্ফলের পাহাড়ি মাঠে জেতা সহজ নয় তা জানতো লাল-হলুদ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। তাই মাঝমাঠের সবচেয়ে বড় অস্ত্র আমনা-কাটসুমি জুটিকে মাঠে নামাতে বদ্ধপরিকর ছিল ইস্টবেঙ্গল। একদিন আগেও যে কাটসুমির খেলা নিয়ে ছিল প্রশ্নচিহ্ন, এদিন তাঁর গোলেই এগিয়ে যায় দল। ১২ মিনিটে প্লাজার কাছ থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন এই জাপানি।

প্রথমার্ধে বেশ দাপট নিয়েই খেলছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে রঙ বদলাল ম্যাচের। নিজেদের চেনা পরিবেশে হঠাৎই ঝড় তুললেন নেরোকার ফুটবলাররা। এমনকি ডিফেন্স থেকে লোক তুলে মাঝমাঠে শক্তি বাড়ায় তারা। কিন্তু উল্টো দিকে রক্ষণাত্মক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে নিজেদের উপর চাপ বাড়িয়ে নিলেন খালিদ। একটা সময় ময়দানের ছোট দলগুলির মতো ৮-৯ জন মিলে ডিফেন্স করল ইস্টবেঙ্গল। দলের হতাশা বাড়িয়ে দূরপাল্লার শটে নেরোকাকে সমতায় ফেরালেন বসনিয়ার নেদো তুর্কোভিচ।

এদিন অবশ্য বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। যার মধ্যে অন্তত সহজ দুটি সুযোগ বাইরে ও বিপক্ষ গোলরক্ষকের হাতে মেরে নষ্ট করেন। প্রথমার্ধে প্লাজা আর দ্বিতীয়ার্ধের চার্লসের মধ্যে ছিল খারাপ খেলার প্রতিযোগিতা। খালিদের চিন্তা বাড়িয়ে এদিন চোট পেলেন প্লাজা। তবে গোলগুলি হলে সমালোচনা হত না খালিদের।

ফিরে দেখা ২০১৭ : ক্রীড়া জগতের সালতামামি (শেষ পর্ব)

শেষ হতে চলেছে একটা বছর। এই সময়কালে ক্রীড়া বিশ্বে ঘটে গেছে নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এমনই ১৭টি ঘটনাকে ফিরে দেখল মাঠে-ময়দানে। আজ শেষ পর্ব।

রানার্স বিরাটরা

ইংল্যান্ডের মাটিতে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দৌড় শুরু করেছিল ভারত। অথচ সেই পাক গোলায় ফাইনালে বিধ্বস্ত টিম ইন্ডিয়া। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শুরুতে শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই নয়, সারা টুর্নামেন্টে অপ্রতিরোধ্য ছিল বিরাট কোহলির দলের পারফরম্যান্স। তাই ফাইনালে হট ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নেমেছিল ভারতীয় দল। কিন্তু ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই ছন্দপতন। আসলে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই চ্যাম্পিয়ন ট্রফির ফাইনালে ভারতকে ডুবিয়েছে। পাকিস্তানকে হাল্কাভাবে নেওয়ার ফল কোহলিরা পেলেন বিরাটভাবে। গ্রুপ লিগের ম্যাচে পাকিস্তানকে তুড়ি মেরে হারালেও ফাইনালে হার ভারতের। পাকিস্তানের করা ৩৩৮ রানের জবাবে মাত্র ১৫৮ রানেই গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস। হার্দিক পান্ডিয়ার বিধ্বংসী ইনিংস ছাড়া সবাই ব্যর্থ। হার্দিক পান্ডিয়া নামার পর কিছুটা জয়ের আসা দেখা গেলেও রান আউটের সঙ্গে সঙ্গে সেই আশাটাও ক্ষীণ হয়ে যায়। সব মিলিয়ে খেলার ফলাফল ইংল্যান্ড থেকে ভারত শূন্য হাতে ফেরে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট, একদিনের এবং টি-২০ সিরিজে জয় পেলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হার ২০১৭-র মরশুমে একটা কালো দিন।

রানার্স মিতালিরা

মেয়েদের বিশ্বকাপেও তীরে এসে তরী ডুবেছে ভারতের। বিশ্বকাপের অভিযান ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারানোও ফাইনালে ব্রিটিশদের কাছে ভারতের হার ৯ রানে। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ইংল্যান্ড ৭ উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ২২৮ রান। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেন নাথালি স্কাইভার। ৬৮ বল খেলে তিনি করেন ৫১ রান। টেলরের সংগ্রহ ৪৫ রান। শেষদিকে জেনি গুন করেন অপরাজিত ২৫ রান। ভারতের সফল বোলার ঝুলন গোস্বামী। তিনি ২৩ রানের বিনিময়ে সংগ্রহ করেন ৩টি উইকেট। পুনম যাদব সংগ্রহ করেন দুটি উইকেট। জবাবে ৪৮.২ ওভারে ভারতের ইনিংস শেষ ২১৯ রানে। ইংল্যান্ডের কাছে হেরে স্বপ্ন ভঙ্গ হল টিম ইন্ডিয়ার। ভারতের কাছে কাপ অধরা থাকলেও এবার নিয়ে চারবার বিশ্ব সেরার খেতাব অর্জন করলেন ইংল্যান্ডের মেয়েরা। ভারত অধিনায়ক মিতালি রাজ এবং প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামীর এটাই ছিল শেষ বিশ্বকাপ। কিন্তু বিদায় লগ্নে ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখতে পারলেন না মিতালি এবং বাংলার মেয়েঝুলন।

ডাবল সেঞ্চুরি রোহিতের

বিশ্বের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসাবে একদিনের ক্রিকেটে দ্বিশতরানের হ্যাটট্রিক করলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ২০৯, ২৬৪'র পর রোহিতের ২০৮। এর মধ্যে দুটিই এসেছে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। রোহিতের প্রথম দ্বিশতরান এসেছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। এরপর ১৩ নভেম্বর ২০১৪, ইডেনে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২৬৪ রানের ইনিংস খেলে একদিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন হিটম্যান। আর এবার ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মোহালিতে দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ১৫৩ বলে ২০৮ রান। রোহিতের ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৩টি বাউন্ডারি ও ১২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতে তাঁর স্ত্রী রীতিকাকে দ্বিশতরান উপহার দিলেন তিনি।

টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেট কোচ

ভারতীয় ক্রিকেটে কোচ নিয়ে তামাশার খেলা কম হল না। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ নির্বাচন নিয়ে প্রতিদিনই মঞ্চস্থ হচ্ছিল কিছু না কিছু ঘটনা। কোচের পদে রবি শাস্ত্রীর নাম ঘোষণা করার পর সে নাটকের যবনিকা পড়ে শেষপর্যন্ত। চ্যাম্পিয়ন ট্রফি চলাকালীন ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কোচ অনিল কুম্বলের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এরপরই বিসিসিআই-এর তরফ থেকে কোচ নিয়োগের নির্দেশিকা জারি করা হয়। কোচের পদের জন্য জমা পড়ে আবেদনপত্রও। শেষপর্যন্ত কোচ হিসাবে বেছে নেওয়া হয় ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির প্রিয়পাত্র রবি শাস্ত্রীকে। অবসান হয় কুম্বলে জামানার, শুরু হয় রবি শাস্ত্রীর জামানার। আর দ্বিতীয়বার কোচের দায়িত্ব পেয়ে সব সমালোচনার জবাব দিয়ে ভারতীয় দলকে বিশ্ব ক্রিকেটের শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন রবি। তাই এবছর রবির আলোয় আলোকিত ভারতীয় ক্রিকেট দল।

সেরা ফুটবলারদের অবসর

পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নিলেন বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলিয়ান তারকা কাকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় বুটজোড়া তুলে রাখার কথা জানিয়েছেন ২০০৭'এর ব্যালন ডি'অর জয়ী এই আটাকিং মিডফিল্ডার। খেলোয়াড় জীবনে ইতি টানলেও ফুটবলের আঙিনা থেকে সরে থাকছেন না কাকা। বরং নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা ভাবছেন তিনি। অচিরেই তাকে এসি মিলানের ম্যানেজার কিংবা স্পোর্টিং ডিরেক্টর হিসাবে দেখা যেতে পারে। ক্লাব ও ফুটবল দলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের গুরুদায়িত্ব পেতে পারেন কাকা। কাকার পাশাপাশি এবছর গ্লাভস জোড়া তুলে রাখলেন ইতালির বিখ্যাত গোলকিপার জিয়ানলুইগি বুঁফো ও নেদারল্যান্ডসের উইঙ্গার আর্জেন রবেন। অবসর নিলেও বিশ্ব ফুটবলে কাকা, বুঁফো, রবেনকে চিরকাল মনে রাখবে সবাই।

ইতালিবিহীন বিশ্বকাপ

নতুন বছরে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বকাপ। অথচ রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলার পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারেনি ইতালি এবং নেদারল্যান্ড। বিশ্বকাপে নেই ইতালি। এটাও ভাবা যায়! অথচ এটাই সত্যি ৬০ বছর পর বিশ্বকাপের আসরে নেই ইতালি। অথচ বিশ্ব ফুটবলে ইতালির কতই না দাপট ছিল। সেই ইতালিকে এবার বিশ্বকাপে খেলতে দেখা যাবে না। আজ্জুরা না খেলায় হতাশ ফুটবল বিশ্ব। শুধু ইতালি নয়, এবারের বিশ্বকাপে খেলতে দেখা যাবে না নেদারল্যান্ডসকেও। ২০০২ সালেও বিশ্বকাপের আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি নেদারল্যান্ডস। ১৬ বছর পর ফের বিশ্বকাপের আসরে নেই নেদারল্যান্ডস। ইতালির পাশাপাশি নেদারল্যান্ডসও নেই। তাই রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে কিছুটা হলেও জৌলুস হারাবে তা বিস্তৃত বলা যেতেই পারে। সুইডেনের কাছে শেষ ম্যাচ ড্র করে রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয় ইতালি।

এশিয়া সেরা ভারত (ছেলেরা)

এক সময় বিশ্ব হকিতে ভারতের বেশ নাম ডাক ছিল। প্রায় ম্যাচেই দাপট দেখিয়েছে ভারত। বিশ্বকাপ হকি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি এশিয়া কাপ হকি টুর্নামেন্টেও দাপট ছিল ভারতের। কিন্তু বেশ কয়েক বছর বিশ্বকাপ হকি টুর্নামেন্টে তো বটেই, এশিয়া কাপ হকিতেও ভারতের পারফরম্যান্স দূরবীন দিয়ে দেখতে হত। বেশ কয়েক বছর পর হকিতে দাপট দেখালেন ভারতীয় পুরুষেরা। এছাড়া আজলন শাহ হকি টুর্নামেন্টে ভারত কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করেছিল। ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ট্রফির ফাইনালে ভারত পাকিস্তানের কাছে হারলেও হকিতে পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করেছিল ভারত। ক্রিকেটে হারের বদলা ভারত নিয়েছে হকিতে।

এশিয়া সেরা ভারত (মেয়েরা)

মেয়েরাও আজ কোনও অংশে পিছিয়ে নেই। সেটা ব্যক্তিগত ইভেন্টেই হোক আর দলগত বিভাগে হোক না কেন। ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে এখন প্রায়ই টেক্কা দিচ্ছেন মেয়েরা। ছেলেরা হকিতে মালয়েশিয়াকে হারিয়ে দীর্ঘদিন পর এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তাই দেখার ছিল মেয়েরা এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেন কি না। শেষপর্যন্ত তীব্র লড়াই করে ভারতীয় মেয়েরা ৫-৪ গোলে টিনকে হারিয়ে এশিয়া কাপ ঘরে তুলে নজির গড়লেন।

ভারতে অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপ

ফুট ফুটক কিংবা না ফুটক, ২০১৭-র মরশুমটা ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে চিরদিন সোনালি হয়ে থাকবে। ফুটবল অন্ত প্রাণ বাঙালি। সেই বাংলাতেই এবার বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর। ভাবা যায়! হোক না অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ। তবু বিশ্বকাপ বলে কথা। ১৯৫১ সালে ভারতীয় দলের বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার জন্য ভারতে সেবার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এরপর গঙ্গা থেকে বহু জল গড়িয়েছে, তবু বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ভারত। শেষপর্যন্ত ২০১৭ সালে ঘরের মাঠে অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপের আয়োজকের দায়িত্ব পায় ভারত। গ্রুপ লিগের ম্যাচে হেরে বিদায় নিলেও ভারতীয় খুদেরা একটা জিনিস বোঝাতে পেরেছে সুযোগ পেলে তারাও পারে। গ্রুপ লিগের ম্যাচের পাশাপাশি একটা সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। বিশ্ব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলতে পেরে মুগ্ধ। এটাও তো ভারতের কাছে বাড়তি পাওনা।

এবং ক্যাপ্টেনদের বিয়ে

ইতালির মিলান থেকে ৩৫০ কিলোমিটার দূরে একটি ছোট্ট গ্রাম তাসকিন। কেউ হয়ত এর আগে নামও তেমন শোনেননি এই গ্রামটির। কিন্তু এই গ্রামটির নামই বারবার উঠে এসেছে সংবাদ শিরোনামে। উপলক্ষ্য একটাই সেটা হল সেখানের ই চার হাত এক হবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং বলিউডের সুপারস্টার অনুষ্কার। আর এই হাইপ্রোফাইল বিয়ে ঘিরে এই ছোট্ট গ্রামটিতে ছিল সাজ সাজ রব। পাপরাজ্জিদের নজর এড়াতে ডেস্টিনেশন ম্যারেজের জন্য ইতালিকেই বেছে নিয়েছিলেন বিরাট-অনুষ্কা। বিরাট কোহলির বিয়ের পাশাপাশি এবছর বিয়ের পর্বটাও সেরে ফেললেন ভারতীয় ফুটবল অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীও। সুনীল আবার বিয়ে করেছেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য মেয়েকে। কোহলির মতো সুনীলের বিয়েতেও ছিল চাঁদের হাট। ক্রিকেট, ফুটবল দলের ভারতীয় অধিনায়কদের পাশাপাশি সাত পাকে বাঁধার কাজটি সেরে ফেললেন ভারতের দুই পেসার জাহির খান এবং ভুবনেশ্বর কুমার। জাহির খান বাঁধা পড়েন অভিনেত্রী সাগরিকার সঙ্গে। আর ভুবি বিয়ে করেন নুপুর নাগারকে। আর সুপারস্টারদের বিয়ে নিয়ে উত্তেজনা ছিল ভারতীয় ক্রীড়া জগতে।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা